০১। প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রত্যক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের কাজে ৪০টি প্রশাসনিক দপ্তর সম্পৃক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল নিম্নোক্ত ৩১টি দপ্তর ঃ

০১। কর অঞ্চল-১, ঢাকা
০২। কর অঞ্চল-২, ঢাকা
০৩। কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
০৪। কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
০৫। কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
০৬। কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
০৭। কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
০৮। কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
০৯। কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
১০। কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
১১। কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
১২। কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
১৩। কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
১৪। কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
১৫। কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
১৬। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), ঢাকা
১৭। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা
১৮। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
১৯। কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
২০। কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
২১। কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
২২। কর অঞ্চল- রাজশাহী
২৩। কর অঞ্চল- খুলনা
২৪। কর অঞ্চল- বরিশাল
২৫। কর অঞ্চল- রংপুর
২৬। কর অঞ্চল- সিলেট
২৭। কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ
২৮। কর অঞ্চল- কুমিল্লা
২৯। কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ
৩০। কর অঞ্চল- গাজীপুর
৩১। কর অঞ্চল- বগুড়া

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা রাজস্ব আহরণ ও জরীপ উভয় প্রকার কাজই সম্পাদন করে থাকে। রাজস্ব সংগ্রহকারী ৩১টি প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে ১৭টি ঢাকায়, ৪টি চট্টগ্রামে, ১টি রাজশাহীতে, ১টি খুলনায়, ১টি বরিশালে, ১টি রংপুরে, ১টি সিলেটে, ১টি নারায়নগঞ্জে, ১টি কুমিল্লায়, ১টি ময়মনসিংহে, ১টি গাজীপুরে এবং ১টি বগুড়ায় অবস্থিত।

নিম্নোক্ত ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনায়, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এবং ১টি পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছেঃ

৩২। কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা
৩৩। কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা
৩৪। কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা
৩৫। কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬। কর আপীল অঞ্চল- চট্টগ্রাম
৩৭। কর আপীল অঞ্চল- খুলনা
৩৮। কর আপীল অঞ্চল- রাজশাহী
৩৯। কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা
৪০। কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা

এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কর আপীলাত ট্রাইবুনাল প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে জড়িত। বর্তমানে সারাদেশে কর আপীলাত ট্রাইবুনাল এর মোট ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ কার্যকর আছে।

০২। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

প্রত্যক্ষ কর

প্রত্যক্ষ করের রাজস্বের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণ সমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা হলো ঃ আয়কর, ভ্রমণ কর ও অন্যান্য কর।

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৭৫০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৪৩৮৪৮.৫২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৩১.১৩%।
- পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৯২৬৪ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৪৩৮৪৮.৫২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.৩৫%।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী সারণী ২৬ ও ২৭ এ দেখানো হয়েছে। যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

আয়কর

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯,২৬৪ কোটি টাকা, যা সংশোধিত মোট লক্ষমাত্রার (১,৩৫,০২৮.০০ কোটি টাকা) ৩৬.৪৮%। এর বিপরীতে আহরণ হয়েছে ৪৮,৩৫৩.৮০ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের (১৩৫৭০০.৭০) ৩৫.৬৩%। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.১৫% অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ১০.২৭%।

তন্মধ্যে কেবল আয়কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮,৩৪৪.০০ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (১,৩৫,০২৮.০০ কোটি টাকা) ৩৫.৮০ শতাংশ এবং প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার (৪৯,২৬৪.০০ কোটি টাকা) ৯৮.১৩ শতাংশ। (লেখচিত্র-১২)।

কেবল আয়কর বিপরীতে মোট আহরণ হয়েছে ৪৭,৪৭৭.৪০ কোটি টাকা, যা আয়করের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৬৬.৬০ কোটি টাকা কম বা ১.৭৯ শতাংশ কম অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৮.২১ শতাংশ। বিগত বছরের আয়কর খাতে আহরণের (৪৩২০৭.২৭ কোটি টাকা) তুলনায় এ আহরণ ৪,২৭০.১৩ কোটি টাকা বা ৮.৯৯ শতাংশ বেশী (সারণী-১৬) এবং আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর খাতে আহরণকৃত মোট

রাজস্বের (১,৩৫,৭০০.৭০ কোটি টাকা) ৩৪.৯৯ শতাংশ (সারণী-৮) ও আহরণকৃত মোট প্রত্যক্ষ করের (৪৮,৩৫৩.৮০ কোটি টাকা) ৯৮.১৯ শতাংশ (লেখচিত্র-১৩)।

লেখচিত্র-১২ ঃ প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রায় বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

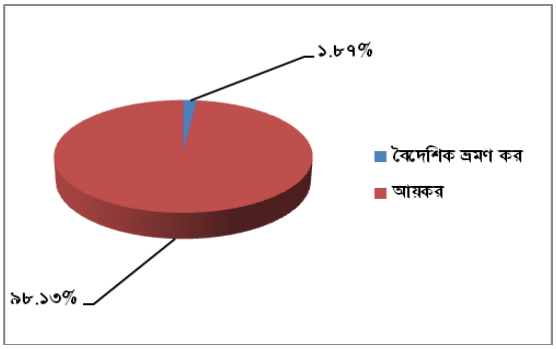

লেখচিত্র-১৩ ঃ আহরণকৃত প্রত্যক্ষ করে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

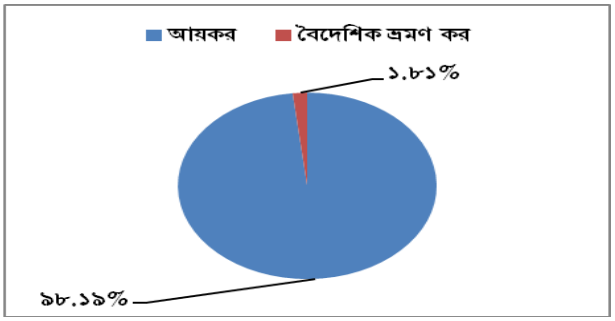

প্রত্যক্ষ কর

বৈদেশিক ভ্রমণ কর

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও অন্যান্য করখাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৯২০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ৮৭৬.৪০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৫.৬০ কোটি টাকা বা ৪.৯৬ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.২৬ শতাংশ (সারণী-৭)। এ আহরণ বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৩৫.১৫কোটি টাকা বা ৩৬.৬৭ শতাংশ বেশী (সারণী-১২)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বৈদেশিক ভ্রমণ করের কর অঞ্চলভিত্তিক মাসওয়ারী আহরণ সারণী-২৫ এ দেখানো হয়েছে।

আয়করের দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- আয়করের দপ্তরসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা, আহরণের পরিমাণ এবং মোট আহরণের অংশ হিসেবে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)। এ দপ্তর ১৪,৪১৬.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ১৪,৪৮১.৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৫.৪৫ কোটি টাকা বা ০.৪৫ শতাংশ বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.৪৫ শতাংশ। LTU কর্তৃক আহরণকৃত আয়কর মোট আহরণকৃত আয়করের ২৯.৯৫ শতাংশ।
- উল্লেখ থাকে যে, সারা দেশের বড় বড় কোম্পানী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করদাতাদের কর প্রদান/আহরণ একটি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) গঠন করা হয়েছিল।
- এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কর অঞ্চল-১, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ৭,০৮০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৭,০১৭.০১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬২.৯৯ কোটি টাকা বা ০.৮৯ শতাংশ কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৯.১১ শতাংশ। এ রাজস্ব, আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ১৪.৫১ শতাংশ।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কর অঞ্চল-২, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ৬,২০৬.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৫,৭০৩.৭১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০২.২৯ কোটি টাকা বা ৮.০৯ শতাংশ কম আহরণ করেছে। এ রাজস্ব আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ১১.৮০ শতাংশ।
- আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৪ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য (ভ্রমন করসহ) এবং কর অঞ্চলভিত্তিক মাসিক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য (ভ্রমণ করসহ) সারণী-২৭ এবং সারণী-২৮ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪ ঃ আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ

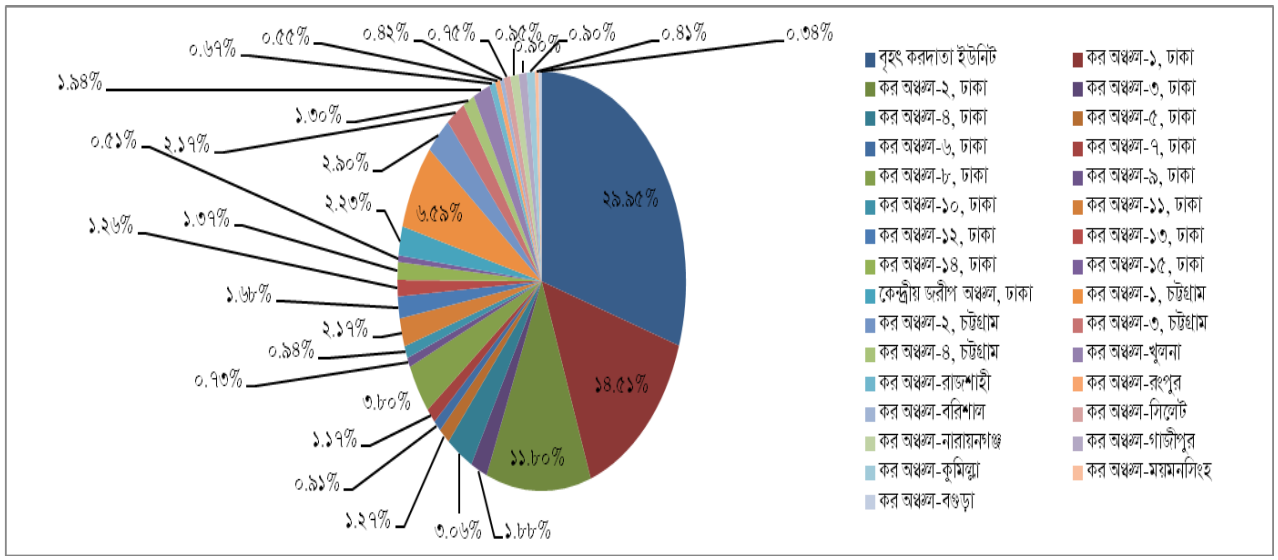

০৩। গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বমোট আয়কর আহরণ হয়েছে ৪৭,৬৫৬.৭৮ কোটি টাকা। ফেরত প্রদান করা হয়েছে ১৭৯.৩৮ কোটি টাকা। নীট আহরণ হয়েছে ৪৭,৪৭৭.৪০ কোটি টাকা। কর অঞ্চলভিত্তিক গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ সারণী-৩১ এ দেখানো হয়েছে।

০৪। কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে। এর পরিমাণ ২৭,৯৬৪.৩৭ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১০,৪৭৬.৬৭ কোটি টাকা।
- তৃতীয় সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৪,৫৪০.২৪ কোটি টাকা।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ তথ্য সারণী-৩২ এ এবং আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৫ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৫ঃ আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণের অংশ

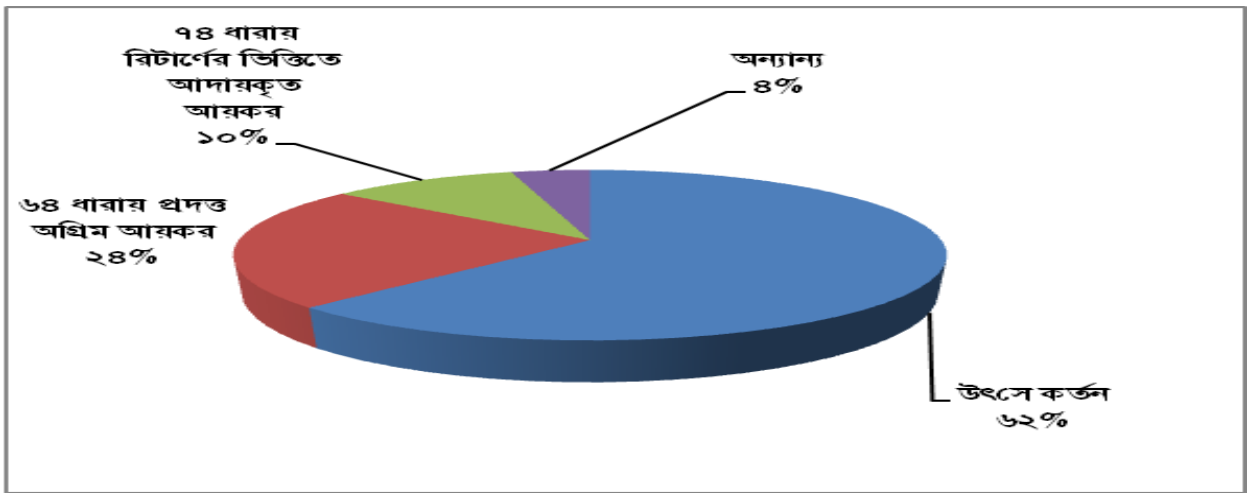

ক) উৎসে আয়কর কর্তন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত ৪৭,৪৭৭.৪০ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ২৭,৯৬৪.৩৭ কোটি টাকা উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে আহরণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট আহরণকৃত আয়করের ৫৮.৯০ শতাংশ আহরণ হয়েছে উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও মোট উৎসে কর কর্তনের শতকরা অংশ সারণী-৩৩ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে কন্ট্রাক্টর/সাব কন্ট্রাক্টর প্রদত্ত রাজস্ব হতে, যার পরিমাণ ৮,০১৩.৮০ কোটি টাকা। এরপরই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ আহরণ হয়েছে সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের সুদ থেকে, যার পরিমাণ ৬,০৭৫.৪৪ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে আছে আমদানিকারক থেকে আহরণকৃত ৪,০১১.৫৬ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎসে আয়কর আহরণ করেছে কর অঞ্চল ঢাকা-১। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের কর অঞ্চলভিত্তিক উৎসে আয়কর আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

খ) ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত ২০১৪-১৫ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১০,৪৭৬.৬৭ কোটি টাকা এবং ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৪,৫৪০.২৪ কোটি টাকা, যা এই অর্থবছরে আহরণকৃত মোট আয়করের যথাক্রমে ২২.০৭ শতাংশ এবং ৯.৫৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর এর তথ্য সারণী-৩৭ এ দেখানো হয়েছে।

গ) কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত অনান্য আয়কর আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট আহরণকৃত ৪৭,৪৭৭.৪০ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে কোম্পানী হতে আহরণ হয়েছে ৩৪,৯২০.৭৪ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৭৩.৫৫ শতাংশ এবং কোম্পানী ব্যতীত আহরণ হয়েছে ১২,৫৫৬.৬৬ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ২৬.৪৫ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত আয়কর আহরণের পরিমাণ ও আহরণকৃত মোট আয়করের অংশ সারণী-৩৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৫। বকেয়া আয়কর ও আহরণকৃত বকেয়া আয়কর

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বকেয়া আয়করের পরিমাণ ছিল ১২,০৩৪.৩৩ কোটি টাকা এবং বকেয়া আয়কর হতে আহরণ হয়েছে ১,৩৭৯.৯২ কোটি টাকা। সর্বাধিক বকেয়া আয়কর ৫৭৯.০০ কোটি টাকা আহরণ করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক বকেয়া আয়করের পরিমাণ ও আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

০৬। আয়কর দাবী ও আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়কর দাবীর মোট পরিমাণ ২৩,১৯৬.৫২কোটি টাকা। এর মধ্যে বকেয়া দাবীর পরিমাণ ছিল ১৫,৪৩০.৩০ কোটি টাকা এবং সৃষ্ট চলতি দাবীর পরিমাণ ৭,৭৬২.২২ কোটি টাকা। আপীল রিভিশনের মাধ্যমে দাবী কমানোর পরিমাণ ৩,৯২৩.২৩ কোটি টাকা এবং স্থগিত দাবীর পরিমাণ ৯,৫৪৪.৪৯ কোটি টাকা । আহরণযোগ্য দাবীর পরিমাণ ৯,৭২৮.৮০ কোটি টাকা। মোট দাবীর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণ হয়েছে ২,৪৩২.৫৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৩৫১.০৭ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে বকেয়া দাবী থেকে এবং ১,০৮১.৪৬ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে চলতি দাবী থেকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর দাবী ও আহরণের পরিমাণ সারণী-৪০ এ দেখানো হয়েছে।

০৭। আয়কর মামলা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের মামলার তথ্যাদি (আয়ের শ্রেণীর ভিত্তিতে কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতিত মামলার সংখ্যা ও নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা, পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী মামলার সংখ্যা, বৈতনিক মামলা ও স্বনির্ধারণী মামলার সংখ্যা) সারণী-৪১ থেকে ৪৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৮। কর আপীল কার্যক্রম

অঞ্চলভিত্তিক ৭টি কর আপীল কার্যালয় কর আপীল (নিষ্পত্তি) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ২,৬৫৮ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪,৮৩৪.৭৫ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ১৪,০৬৭ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৩২৮.৫৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মামলার মোট সংখ্যা ১৬,৭২৫ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৮,১৬৩.৩০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে নিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ১২,২৭৮ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৬২৪.৯৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৪,৪৪৭ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪,৫৩৮.৩৮ কোটি টাকা । ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর আপীল অঞ্চলভিত্তিক তথ্যাদি সারণী-৪৯ এ দেখানো হয়েছে।

এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৫৮৪১ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৮৫৯.৬৬ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৫,২০০ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮৩৭.২৫ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৪১ টি বৃদ্ধি পায়, যার ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২,০২২.৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৫,৮৬৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১,৪০৮.৫০ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৪,৩২৫ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২,১২৯.১৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১,৭৭০ টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৮৬৬.৫৭ কোটি টাকা (সারণী-৫০)।

০৯। আয়করদাতার সংখ্যা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়করদাতার মোট সংখ্যা ছিল ২৫,৩৮,৩৫৯ জন। তন্মধ্যে কোম্পানী করদাতার সংখ্যা ৬৫,৯৭৯ জন, বৈতনিক করদাতার সংখ্যা ৫,৬১,৪৭৯ জন এবং কোম্পানী ও বৈতনিক ব্যতীত করদাতার সংখ্যা ১৯,১০,৯০১ জন (সারণী-৫১)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়ের ধাপভিত্তিক আয়করদাতার সংখ্যা সারণী-৫২ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে Section 45, 46, 46A এর অধীন কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ২১৩ এবং কর অবকাশের সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২৯.০০ কোটি টাকা এবং SRO এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ১৭৯ এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫৯.০০ কোটি টাকা (সারণী-৫৪)।

১০। দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি

২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ৩৩ টি দেশের দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে সব দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সব দেশের নাম ও চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ সারণী-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

১১। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয়

আয়কর এবং অন্যান্য করখাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৪৮,৩৫৩.৮০ কোটি টাকা এবং এ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৬৮.০২ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ করখাতে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৫৫ টাকা [সারণী-২৩]।

১২। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে সব প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করেছে তার মধ্যে রি-ফ্রেশার্স (১ম ও ২য় পর্ব) প্রশিক্ষণ কোর্সই মূখ্য। বিসিএস (কর) একাডেমী অন্যান্য যে সব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার মধ্যে আছে সহকারী কর কমিশনারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী এই একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সারণী-৫৬)।

১৩। সম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আহরণ সংক্রান্ত

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পদের ভিত্তিতে আহরণকৃত সারচার্জ এর কর অঞ্চলভিত্তিক তালিকা এবং পরিমাণ ২৫৪.২৬ কোটি টাকা যা সারণী-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

১৪। রিটার্ন দাখিলের তথ্য সংক্রান্ত

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক রিটার্ন দাখিলের তথ্য এবং রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৫৯ ও সারণী-৬০ এ দেখানো হয়েছে।

১৫। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল কর্তৃক বিভিন্ন খাতের আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিআরটিএ, সম্পত্তি হস্তান্তরকালীন উৎসে কর্তিত আয়কর, ৬৪ ধারা, ৭৪ ধারা ও অন্যান্য খাতে ১,২১৬.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১০৮০.০০ কোটি টাকা যা সারণী -৬১ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

১৬। জরীপ কর্তৃক জরীপের সংখ্যা, নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণ ও নতুন করদাতা হতে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ, জরীপের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন করদাতার সংখ্যা ১ লক্ষ ৬ হাজার ২৩৭ জন এবং নতুন করদাতা হতে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৫.৪০ কোটি টাকা, যা সারণী - ৬১ (খ) এ দেখানো হয়েছে।

১৭। কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তালিকা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৫৭ এ দেখানো হয়েছে।

১৮। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ছিল ১৩৬ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ১২৮ টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ৫০৪.৮১ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ২৯২.১৭ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫১.৮৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ২৪৭ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩৫ টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ২৫৭৩.৮৩ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ১৩১৫.২৪ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৬৩.৭৯ কোটি টাকা, যা সারণী ৬২ তে দেখানো হয়েছে। যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

১৯। কর অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেলসমূহের সংখ্যা

মোট ৩১টি কর অঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট ও ঢাকাতে শূণ্য এবং কেন্দ্রীয় কর অঞ্চল, ঢাকাতে ৫ টি পরিদর্শী রেঞ্জ ও ১১টি সার্কেল রয়েছে। এছাড়া বাকী ২৯ টি কর অঞ্চলের প্রতিটিতে ০৪ পরিদর্শী রেঞ্জ ও এর আওতায় ২২ সার্কেল রয়েছে। মোট ৩১ টি কর অঞ্চলের সর্বমোট পরিদর্শী রেঞ্জ ১২১ টি এবং সার্কেল ৬৪৯ টি রয়েছে, যা সারণী ৬৩ তে দেখনো হয়েছে।

০২। পরোক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

পরোক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় নিম্নলিখিত ২৭টি দপ্তর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরোক্ষ কর আহরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল ঃ

১) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
২) কাস্টম হাউস, বেনাপোল
৩) কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৪) কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা
৫) কাস্টম হাউস, মংলা
৬) কাস্টম হাউস, পানগাঁও
৭) কাস্টম্‌স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
৮) কাস্টমস্‌ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
৯) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট), ঢাকা
১০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা
১১) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা
১২) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা
১৩) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা
১৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
১৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা
১৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী
১৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর
১৮) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা
১৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট
২০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
২১) শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা
২২) নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা
২৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
২৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০১
২৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০২
২৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
২৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, খুলনা
২৮) শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা
২৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম
৩০) স্থায়ী প্রতিনিধির দপ্তর, ব্রাসেলস্‌, বেলজিয়াম।

উপরের দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রথম ২০টি সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট এর অধীন রয়েছে এক বা একাধিক কাস্টমস্ স্টেশন। তবে সকল কাস্টমস স্টেশন কার্যকর নেই। ঘোষিত কাস্টমস স্টেশনের সংখ্যা ৭২টি। এর মধ্যে ৩৮টি কার্যকর আছে এবং অকার্যকর রয়েছে ৩৪টি। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে জড়িত।

০২। আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব

লক্ষ্যমাত্রা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫৭২০ কোটি টাকা যা নির্ধারনে বিগত অর্থবছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৩৩২৪৪.৯২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৭.৪৫%। আবার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৭৫০০ কোটি টাকা যা নির্ধারনে বিগত অর্থবছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৩৩২৪৪.৯২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১২.৮০%। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার সারণী-৬৪ ও ৬৪ (ক) এ দেখানো হয়েছে যা এই অর্থবছরের নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণ হয়েছে ৩৮,৩৩৩.৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা (৩৭,৫০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ৮৩৩.৩৭ কোটি টাকা বা ২.২২ শতাংশ বেশি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০২.২২ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আহরণ ৩৩২৪৪.৯২ কোটি টাকা থেকে ৫,০৮৮.৪৫ কোটি টাকা বা ১৫.৩১ শতাংশ বেশী (সারণী-৬৪) এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বেও (১,৩৫৭০.৭০ কোটি টাকা) ২৮.২৫ শতাংশ ও আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের (৮৭,৩৪৬.৯০ কোটি টাকা) ৪৩.৮৯ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- আমদানি পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। ২৬,৯৩৩.৭৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ কাস্টম হাউস আহরণ করেছে ২৭,২৪৪.০১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩১০.২৩ কোটি টাকা বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০১.১৫ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৭১.০৭ শতাংশ এবং আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের ৩০.৮৪ শতাংশ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১৯.৮৫ শতাংশ।
- দ্বিতীয় স্থানে আছে কাস্টম হাউস, বেনাপোল। এ কাস্টম হাউস ২,৫১৪.৮৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ২,৬২১.৪১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৬.৫৩ কোটি টাকা বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৪.২৪ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬.৮৪ শতাংশ।
- আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে কাস্টম হাউস, মংলা। এ কাস্টম হাউস ২,১৯৫.৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ২,৪১৬.১৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২২০.৩৭ কোটি টাকা বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১১০.০৪ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬.৩০ শতাংশ। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৬৪ এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৬ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৬ ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ

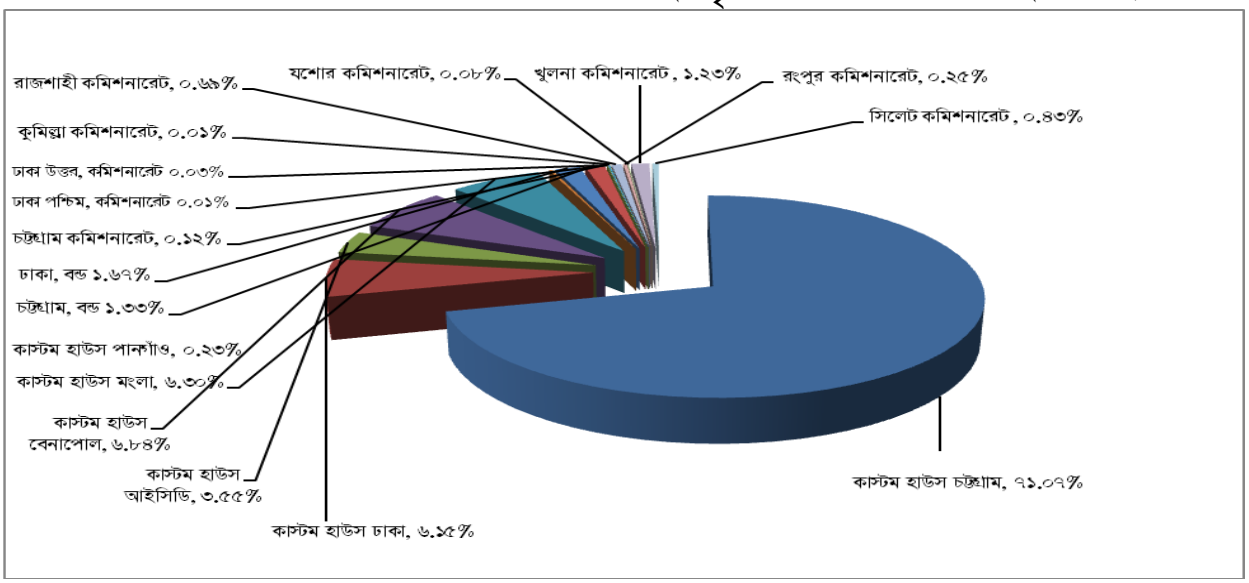

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৩৭,৫০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫,১৮৮.৩৯ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭,৩২৯.৮৯ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ৪,৯৫০.৯৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানি পর্যায়ে ৩০.৭৯ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৩৮,৩৩৩.৩৭ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ১৫,৩৪৯.৮৫ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর খাতে আহরণ হয়েছে ১৭,৬৯০.৪৭ কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৫,২৫২.৪২ কোটি টাকা এবং রপ্তানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৪০.৬৩ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার ও মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার যথাক্রমে লেখচিত্র-১৭ ও লেখচিত্র-১৮ তে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৭ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

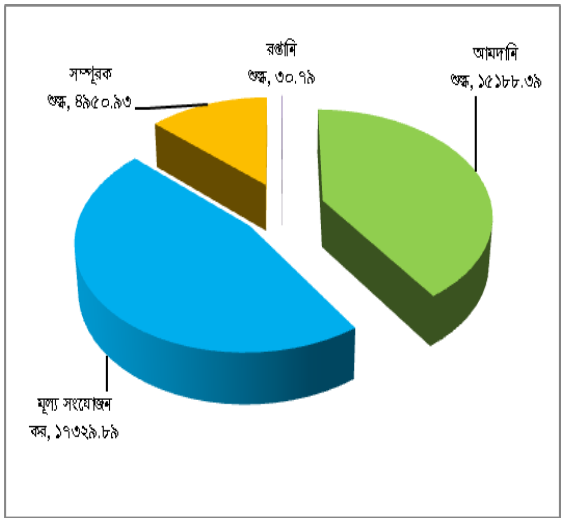

লেখচিত্র-১৮ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

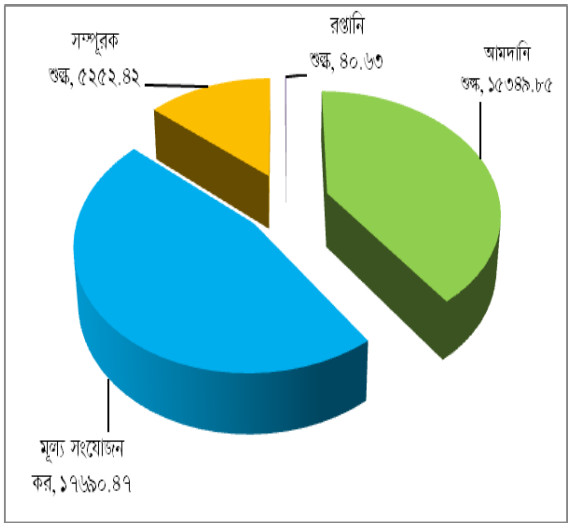

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে আহরণের পাথক্যের (হ্রাস/বৃদ্ধি) তথ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক কেবল আমদানি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, রপ্তানি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আদয়ের তথ্য, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য যথাক্রমে সারণী- ৬৪ থেকে ৭১ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত কিন্তু আমদানি শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন করাদি/ফি

আমদানি পর্যায়ের শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কর/ফি আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ ধরনের করাদি ও ফি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৭,৩৮৭.৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ৩,৮৮৫.৩০ কোটি টাকা, অগ্রিম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ৩,২০২.৪৬ কোটি টাকা, পিএসআই ফি ০.০২ কোটি টাকা, সি এন্ড এফ ভ্যাট ১১৬.৯০ কোটি টাকা এবং সি এন্ড এফ অগ্রিম আয়কর ১৮২.৯৭ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী-৭২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ৩,৩৮,০৪৯.০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ২,২৭,৬০৩.৪৩ কোটি টাকা এবং শুল্ক-মুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ১,১০,৪৪৫.৬৩ কোটি টাকা।
- শুল্ক-কর প্রদেয় অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে সাধারণ আমদানি, দেশে ব্যবহারের জন্য বন্ডের মাধ্যমে আমদানি, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক আমদানি এবং অন্যান্য। আইন অথবা এস.আর.ও দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যকে শুল্ক-মুক্ত পণ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- শুল্ক-কর প্রদেয় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ আমদানি ১,২৯,৭৫৬.৬৬ কোটি টাকা মূল্যের, হোম কনজামশনের জন্য বন্ডে আমদানি ২২,০৮৫.৮৩ কোটি টাকা মূল্যের, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি ৪৬,৮৯৪.৯৩ কোটি টাকা মূল্যের, ইপিজেডে অবস্হিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি ২৮,৮৫৯.১৯ কোটি টাকা মূল্যের এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক আমদানিকৃত ৬.৮২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য।
- আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্যের ৬৭.৩৩ শতাংশ শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্কযুক্ত পণ্য এবং ৩২.৬৭ শতাংশ শুল্কমুক্ত পণ্য। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটের শুল্কযুক্ত পণ্য এবং শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানির পরিসংখ্যান সারণী ৭৩ ও ৭৪ এ দেখানো হয়েছে।

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শূণ্যহার বা শুল্ক-মুক্ত পণ্য সর্বাধিক মূল্যের আমদানি হয়েছে যার মূল্য ৯৭,৯১৩.১১ কোটি টাকা।
- মূল্যের দিক থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৪৩,৬৪০.৮৯ কোটি টাকা এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ২% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৪১,০৬৮.০১ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে, যার মূল্য ২৩,৭১৯.১৭ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৭,৪৮৫.০৪ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে এবং তৃতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে।

- ৫% ও ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৭,৯২১.৩২কোটি টাকা এবং ৭,৩৮৫.৬২কোটি টাকা।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন শুল্কহারে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৭৫ এ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে Specific duty আরোপিত পণ্যের কোড ও শুল্কহার সারণী-৭৫(ক) এ দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত মুখ্য পণ্য

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানিকৃত মূখ্য পণ্যের তালিকায় রয়েছে প্রাকৃতিক জ্বালানি, তেল ও বিটুমিন; মটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন; লৌহ, ইস্পাত ও তদজাত দ্রব্যাদি ইত্যাদি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে

- সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে প্রাকৃতিক জ্বালানি, তেল ও বিটুমিন খাত থেকে। এর পরিমাণ ৪,৭৮৭.৬৫ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন। এর থেকে আহরণ হয়েছে ৪,৪৫৬.১২ কোটি টাকা।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে লৌহ, ইস্পাত ও তদজাত দ্রব্যাদি। এ জাতীয় পণ্য থেকে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২,৯৭৫.৩৩ কোটি টাকা। আমদানিকৃত মুখ্য পণ্যের আমদানি মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব সারণী-৭৬ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য বিদেশ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে চাল, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, চিনি, গুঁড়া দুধ, পেঁয়াজ, রসুন , আদা, জিরাসহ বিভিন্ন ধরনের মসলা, আলু, টমেটো উল্লেখযোগ্য।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ৬৮,৬০,৪৬৩.৪৩ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ২৬,১৮০.১৩ কোটি টাকা।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত এ ধরনের পণ্যের পরিমাণ ছিল ৬২,৪৫,৮২৭.৬২ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ছিল ২৩,০২৮.৬১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৬,১৪,৬৩৫.৮১ মেট্রিক টন বা ৯.৮৪ শতাংশ বেশি এবং আমদানি মূল্য ৩,১৫১.৫২ কোটি টাকা বা ১৩.৬৯ শতাংশ বেশি হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছর এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ও মূল্য সারণী-৭৭ তে দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বমোট মূল্য ১,৮৩,২৮১.৭২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের মোট রপ্তানি মূল্য ১,৮২,০৬৮.৫৫ কোটি টাকার চেয়ে ৪,২৪৮.৫৩ কোটি টাকা কম।
- দেশের সর্বাধিক রপ্তানি (মোট রপ্তানির ৮৬.৭২ শতাংশ) সম্পন্ন হয় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৬.৪৫ শতাংশ)
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, আইসিডি (মোট রপ্তানির ৩.০৪ শতাংশ)।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যে সব পণ্য রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে সর্বাধিক।
- মোট রপ্তানি মূল্যের ৮২.৪০ শতাংশ তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে। তৈরী পোষাকের মধ্যে ওভেন তৈরী পোষাক মোট রপ্তানির মূল্যের ৩৭.৬৫ শতাংশ এবং নীটেড তৈরী পোষাক মোট রপ্তানি মূল্যের ৪৪.৭৫ শতাংশ।

- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাট (মোট রপ্তানি মূল্যের ২.০০ শতাংশ)।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মাছ (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.৯১ শতাংশ)।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৭৮ তে, মুখ্য কয়েকটি রপ্তানি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যের তথ্য সারণী-৭৯ তে এবং রপ্তানি শুল্ক আহরণকৃত পণ্যের নাম, পরিমান, মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব সারণী-৭৯ (ক) তে দেখানো হয়েছে।

বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা

আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের কার্যক্রমের পরিমাণ নির্ধারণের প্রধান নির্দেশক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ৭,২৫,৭৯০ টি এবং খালাসকৃত বিল এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ৭,১৩,৯১৬ টি। অপরদিকে দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১২,০৭,৫৫৬ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১১,৬৬,৭৬২ টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিল অব এন্ট্রির দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬,৯২,১৩৪টি ও ৬,৭৪,০৮৮টি এবং বিল অব এক্সপোর্টের দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০,৪৩,২৯৫টি ও ৯,৮৬,৩৩৯টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৩,৬৫৬ টি বিল অব এন্ট্রি বেশি দাখিল হয়েছে অর্থাৎ বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সংখ্যা ৪.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বিল অব এন্ট্রি খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯৮২৮ অর্থাৎ ৫.৯০ শতাংশ।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাথে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বিল এক্সপোর্টের সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৪,২৬১ টি অর্থাৎ ১৫.৭৪ শতাংশ এবং বিল এক্সপোর্ট খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৮০,৪২৩ টি অর্থাৎ ১৮.২৯ শতাংশ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা সারণী ৮০ তে দেখানো হয়েছে।

আগত যাত্রী ও বহির্গামী যাত্রী

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেট এর মাধ্যমে আগত যাত্রীর সংখ্যা ৩৬,৪৮,৭৪১ জন এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ৩৭,৩৬,৯৮৯ জন।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আগত এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২,২৮,৯১৬ জন ও ৩৩,৪৬,০৯৫ জন।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আগত যাত্রী ৪,১৯,৮২৫ জন বা ১৩.০০ শতাংশ বেশী এবং বহির্গামী যাত্রী ৩,৯০,৮৯৪ জন বা ১১.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী ৮১ তে এবং মাসভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ও সংগৃহীত রাজস্ব

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ১৮১.৮০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৮৭.১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-করাদির পরিমাণ ১৬৮.২১ কোটি টাকা এবং অর্থদন্ড/জরিমানার পরিমাণ ১৮.৯৬ কোটি টাকা।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ১৫৯.৩৪ কোটি টাকা থেকে ২২.৪৬ কোটি টাকা বা ১৪.০৯ শতাংশ বেশী এবং ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আহরণকৃত রাজস্ব ১৮৯.১৪ কোটি টাকা থেকে ১.৯৭ কোটি টাকা বা ১.০৪ শতাংশ কম।

- ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্য মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী- ৮৩ তে এবং মাসভিত্তিক তথ্য সারণী- ৮৪ তে দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত আটক মামলা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন আটককারী সংস্থা এবং কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত কাস্টমস্ সংক্রান্ত আটক মামলার সংখ্যা ৯,৩৬৩ টি এবং আটককৃত পণ্যের মূল্য ৬৮১.৩৩ কোটি টাকা । কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক আটক মামলার সংখ্যা ও আটককৃত পণ্যের মূল্য সারণী ৮৫ এ দেখানো হয়েছে।
- উল্লিখিত আটক মামলার মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৭,২৯৯ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৪০.৫৪ কোটি টাকা।
- কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ২০৬৪ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৬৪০.৭৯ কোটি টাকা।
- কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক আটক ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমস্ সংক্রান্ত মামলার তথ্য সারণী-৮৭ তে দেখানো হয়েছে। কাস্টমস্ বা মূল্য সংযোজন কর নির্বিশেষে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আটককৃত প্রধান কয়েকটি আটক পণ্যের (মূল্যভিত্তিক) তথ্য এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণ, রৌপ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ সারণী-৮৯ ও ৯০ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস করিডোর সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টমস করিডোরের মাধ্যমে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৬৭.৪৫ কোটি টাকা। করিডোরের মাধ্যমে আগত গবাদিপশুর সংখ্যা ১৪১৭০২৪ টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০৫.৩৬ কোটি টাকা এবং আগত গবাদিপশু সংখ্যা ছিল ২১,০৬,১৫৭ টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পশু আমদানির সংখ্যা ৩২.৭১ শতাংশ কম হয়েছে এবং রাজস্ব কম হয়েছে ৩৫.৯৮ শতাংশ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৮৮ এ দেখানো হয়েছে।

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য সারণী-৮৭ তে দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কাস্টমস (শুল্ক) সংক্রান্ত নিরীক্ষা করে থাকে। এ দপ্তরের অধীনে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫০টি বিল অব এন্ট্রি নিরীক্ষা করে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ও কাস্টম হাউস, আইসিডি ১.৯৯ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯১ এ দেখানো হয়েছে।

নিলাম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা ৮৬৬টি এবং নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ২৭.০৭ কোটি টাকা। নিলামের মধ্যে সাধারণ নিলামের সংখ্যা ৬৯৬টি, গবাদি পশু নিলামের সংখ্যা ৪৭টি এবং এর মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬.৬২ কোটি টাকা ও ০.৪৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৯২ এ দেখানো হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪,৩১৮.৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্ব ২,০৯৩.১০ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইবুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৩৩০০.৯৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ মামলা ব্যতিত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১০১৭.৬৩ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৫৩.৫০ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী-৯৩ এ দেখানো হয়েছে।

বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭,৮৪৪ টি। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৭,৬১৫ টি এবং ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ব্যতিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২২৯টি।
- ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫,৪১৮টি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২১৯৭টি।
- ইপিজেড (EPZ) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৪৯৭টি।
- ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২৪টি।
- হোম কনজাম্পসন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৬৩টি।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১১৫০.৫০ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আহরণকৃত ১০৬৬.৮১ কোটি টাকা থেকে ৮৩.৬৯ কোটি টাকা বা ৭.৮৪ শতাংশ বেশী।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সংখ্যা সারণী-৯৪; ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্ব তথ্য সারণী-৯৫ এ এবং ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সারণী-৯৫(ক) এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্য সারণী ৯৬ দেখানো হয়েছে, এছাড়া কমিশনারেটের আওতাভুক্ত কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণী-৯৬(ক) এ দেখানো হয়েছে ।

শুল্ক/ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তালিকা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগে কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯৬(খ) এ দেখানো হয়েছে।

০৩। স্থানীয় ভ্যাটপর্যায়ের রাজস্ব

স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা হলোঃ

- স্থানীয় পর্যায়ের মূসক
- স্থানীয় পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক
- টার্নওভার কর
- আবগারী শুল্ক

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ভ্যাটের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬,৫০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে পূর্ববর্তী বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৪৩,৭২৬.৪১ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২৯.২১%।

- পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৮,২৬৪ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর) আহরণের (৪৩,৭২৬.৪১ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১০.৩৮%। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী সারণী-৯৭(১) ও ৯৭(২) এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে আহরণ হয়েছে ৪৯,০১৩.৫৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা (৪৮,২৬৪ কোটি টাকা) এর চেয়ে ৭৪৯.৫৩ কোটি টাকা বা ১.৫৫ শতাংশ বেশী আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০১.৫৫ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আহরণ ৪৩,৭২৬.৪১ কোটি টাকা থেকে ৫,২৮৭.১২ কোটি টাকা বা ১২.০৯ শতাংশ বেশী (সারণী - ১৬) এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (১,৩৫,৭০০.৭০ কোটি টাকা) ৩৬.১২ শতাংশ (সারণী-৮) ও মোট পরোক্ষ করের (৮৭,৩৪৬.৯০ কোটি টাকা) ৫৬.১১ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ভ্যাটের সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) ঢাকা। এ দপ্তর ২৪,৫০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ২৫,৪৫১.৯১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৫১.৯১ কোটি টাকা বেশি আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৩.৮৯ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫১.৯৩ শতাংশ এবং মোট পরোক্ষ করের ২৯.১৪ শতাংশ।
- স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ)। এ কমিশনারেট ৭,৮৯০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৭,৪৮৭.৫৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪০২.৪৭ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৪.৯০ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় ভ্যাটপর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১৫.২৮ শতাংশ।
- স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম। এ কমিশনারেট ৫,৩৬২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৫,১৩২.৮৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ দপ্তর ২২৯.১৬ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.৭৩ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় ভ্যাটপর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১০.৪৭ শতাংশ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৯৮ এ দেখানো হয়েছে এবং মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান লেখচিত্র-১৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ১৯ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ভ্যাটপর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান

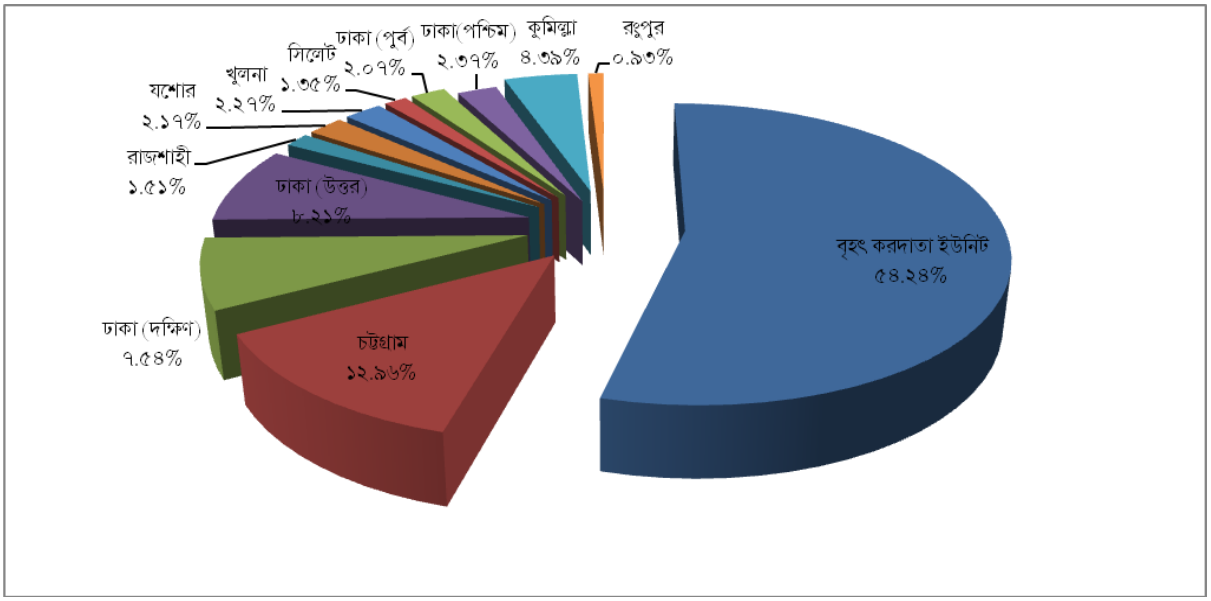

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৪৮,২৬৪ কোটি টাকার মধ্যে ঃ

- আবগারি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ৯৩৯.৯৫ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন করের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৩২,৪০৭.৮৩ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্কের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ১৪,৯১১.৩৪ কোটি;
- টার্নওভার কর এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪.৮৮ কোটি টাকা।

স্থানীয় পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৪৯,০১৩.৫৩ কোটি টাকার মধ্যে

- আবগারি শুল্ক আহরণ হয়েছে ৯৬০.৩৮ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন কর ৩২,২৯০.১৩ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্ক ১৫,৭৫৮.৩১ কোটি টাকা;
- টার্নওভার কর আহরণ হয়েছে ৪.৭১ কোটি টাকা।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২০ এ এবং মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ২০ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বে মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

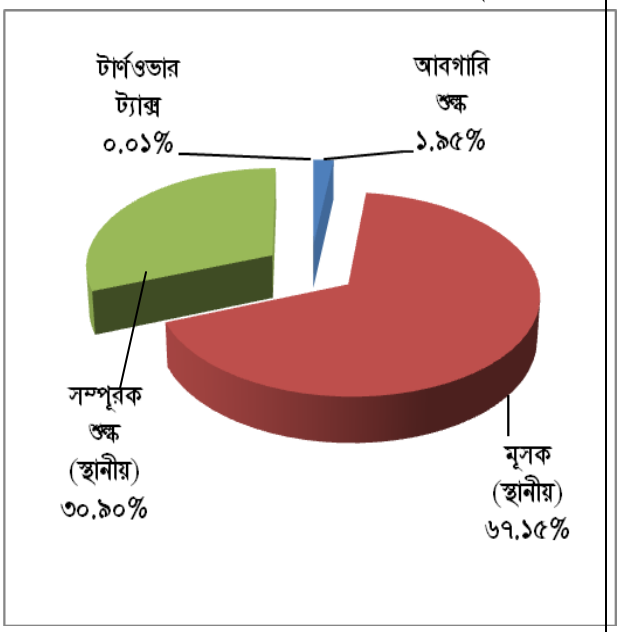

লেখচিত্র - ২১ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

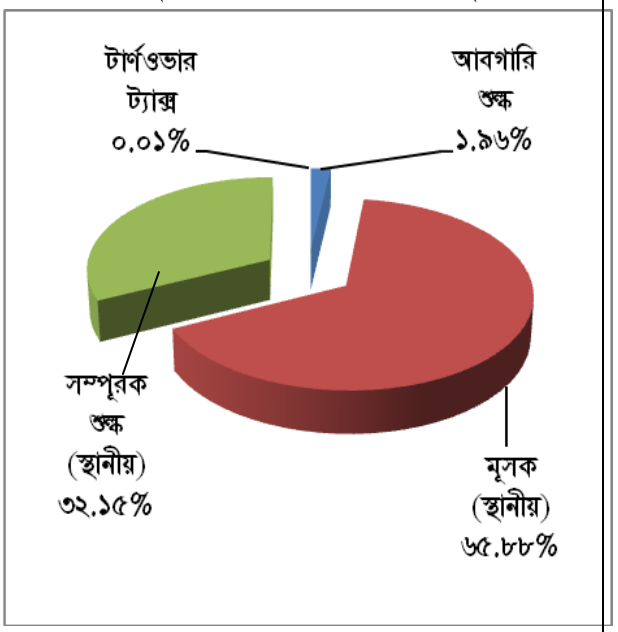

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ৯৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের খাতভিত্তিক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী -

১০০ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ১০১ এ, কমিশনারেটওয়ারী আবগারি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০২ এ, মূল্য সংযোজন করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৩ এ, সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৪ এ এবং টার্নওভার করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৫ এ দেখানো হয়েছে।

পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব ১৪,২৯১.১৪ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সিগারেট থেকে।
- দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নির্মাণ সংস্থা, এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৭,১৮৩.৯১ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে ট্রেড ভ্যাট এবং এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩,৯০১.৪১ কোটি টাকা।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ২৬ টি পণ্য ও সেবা খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণের শতকরা হার সারণী - ১০৬ এ দেখানো হয়েছে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের স্থানীয় পর্যায়ের প্রধান ১০টি পণ্য ও প্রধান ১০টি সেবা খাতে আহরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের পণ্য খাতের মোট আহরণের ও সেবা খাতের মোট আহরণের শতকরা হার যথাক্রমে সারণী - ১০৭ এ ও সারণী - ১০৮ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনারেটওয়ারী স্থানীয় পর্যায়ের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্কের পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ তথ্য সারণী - ১০৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটের প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রধান ১০টি সেবা খাতের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১১১ এ দেখানো হয়েছে।

স্থানীয় ভ্যাটপর্যায়ে আইটেমওয়ারী কমিশনারেটওয়ারী আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে কমিশনারেট সমূহের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার ট্যাক্স এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাতে আইটেমওয়ারী আহরণ বিবরণী সারণী - ১০৯ এ এবং যে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান, কেবল সে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতসমূহের ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক একত্রিত করে সারণী - ১১০(১) ও সারণী - ১১০(২) এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

উৎসে কর্তন

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তনের মোট পরিমাণ ছিল ১৪,৪১২.৩০ কোটি টাকা, যা স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাটখাতে মোট আহরণের (৩২,২৯০.১৩ কোটি টাকা) ৪৪.৬৩ শতাংশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট আহরণের (৪৯,০১৩.৫৩ কোটি টাকা) ২৯.৪০ শতাংশ।
- উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রধান ৫টি খাত হল নির্মাণ সংস্থা, অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি), যোগানদার, ইজারাদার ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- উক্ত খাতগুলির মধ্যে নির্মাণ সংস্থা খাতে আহরণ হয়েছে ৬,৮০৮.৭০ কোটি টাকা (যা মোট উৎসে কর্তনের ৪৭.২৪ শতাংশ), অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) খাতে আহরণ হয়েছে ৩,২৬৭.৮০ কোটি টাকা (যা মোট উৎসে কর্তনের ২২.৬৭ শতাংশ), যোগানদার খাতে আহরণ হয়েছে ১,৭৬৬.৩২ কোটি টাকা (যা মোট উৎসে কর্তনের ১২.২৬ শতাংশ), ইজারাদার খাতে আহরণ হয়েছে ১৬৯.৪৪ কোটি টাকা (যা মোট উৎসে কর্তনের ১.১৮ শতাংশ) এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড খাতে আহরণ হয়েছে ৮৬.৩২ কোটি টাকা (যা মোট উৎসে কর্তনের ০.৬০ শতাংশ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যেক কমিশনারেটের প্রধান ৫টি উৎসে ভ্যাট কর্তনের খাতসহ মোট উৎসে কর্তনের পরিমাণ সারণী - ১১২ এ দেখানো হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অধীনে দায়েরকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৫,০৪৪টি। উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৫৫৮.৭৮ কোটি টাকা এবং আরোপিত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ১৭৬.৩০ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে অনিয়ম মামলার সংখ্যা ৪,২১০টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১.৮০ কোটি টাকা, করফাঁকি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২২৯টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৩১৬.২৩ কোটি টাকা এবং আটক মামলার সংখ্যা ৬০৫টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৪০.৭৫ কোটি টাকা। মামলা সংশ্লিষ্ট মোট আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৪৩২.৯২ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে ফাঁকিকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২৫৫.৫১ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ১৭৭.৪১ কোটি টাকা (সারণী - ১১৩)।

প্রধান আটক পণ্য

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) সংশ্লিষ্ট আটক পণ্যের মধ্যে পিভিসি ব্লিস্টার, মেরী গোল্ড এক্সেসরিজ (পলি ব্যাগ),ঔষধ (বিভিন্ন আইটেম), ভিনটেজ ডেনিম (বন্ডেড সুবিধা প্রাপ্ত), সিরামিক্স টাইলস্, প্যাকেজিং (করোগেটেড কার্টন), ফাইবার/ঝুট সুতা ৬৮০৪ কেজি, প্রি ফেব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং, বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, টেবিলওয়্যার ইত্যাদি প্রধান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আটক প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রত্যেক কমিশনারেট কর্তৃক আটককৃত প্রধান ১০টি পণ্যের বিবরণী যথাক্রমে সারণী - ১১৪ এ ও সারণী - ১১৫ এ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বমোট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৭৭টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৩১টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৬টি।
- উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৯৬.৬৯ কোটি টাকা। ৬১.৬৮ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, ২১.০৬ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ১৩.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আহরণকৃত রাজস্ব ৪১.২৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬.১০ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, ১.১৮ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ৪.০০ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক নিরীক্ষা তথ্য সারণী - ১১৬ এ দেখানো হয়েছে।
- এছাড়া ভ্যাট নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উৎপদিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী -১১৭ এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত করা হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

- ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮,৪৬৯.৬৫ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩২,১৭২.০৮ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছর থেকে ১৩,৭০২.৪৩ কোটি টাকা বা ৭৪.১৯ শতাংশ বেশি।
- এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৯,২১৪.০৪ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইবুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও আপীলাত ডিভিশনে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১১,৯৪৬.৯১ কোটি টাকা।
- মামলা নেই এমন বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০,২২৫.১৭ কোটি টাকা।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী -১১৮ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ এবং

কমিশনারেটসমূহের বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ও সারণী -১১৯ ও সারণী -১১৯(১) ও ১১৯(২) এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের সংখ্যা ৭,২২,৫০৮টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৬০,৮৩৬টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৪,০২,৮৬৫টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ২,৫৮,৮০৭টি। এছাড়া টার্ণওভার কর এবং কুটির শিল্পে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ২১,১৮০টি ও ১,০৪৭টি।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধন বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২,৬৩৩টি, যার মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ১,৯২৭টি, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৭,৫০৩টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৩,২০৩টি।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৭৯৯টি তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১,৭৯০টি টার্ণওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ৯টি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (নিবন্ধিত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,৪৩,০৪৯টি, এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১,৮৯১টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৩,৬৯৩টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭,৫৬৫টি।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (তালিকাভুক্ত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩,৪৪৬টি, এর মধ্যে টার্নওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৩,৩৯৩টি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ৫৩টি।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১২০ এ দেখানো হয়েছে।

প্রত্যর্পণ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানির বিপরীতে মোট ১১৪.৫২ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যপর্ণকৃত অর্থের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে ১১৪.৫২ কোটি টাকা।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিশোধিত ১০৮.৭৭ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫.৭৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫.২৯ শতাংশ বেশী প্রত্যর্পণ পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রত্যর্পণ পরিশোধের বিবরণ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিশোধিত প্রত্যর্পণের প্রধান ১০ (দশ)টি পণ্য/সেবা খাতের নাম ও প্রত্যর্পণের পরিমাণ সারণী - ১২১(১) ও ১২১(২) এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

০৫। আপীল মামলার তথ্য

মামলা দায়ের

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৫৩৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৭৫.১১ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৪৬৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৭৪.৫৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৭০টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১০০.৫৮ কোটি টাকা।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৬৮৪টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৯৩.১৪ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৬১৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৭.১১ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৭১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৬.০২ কোটি টাকা।

মামলা নিষ্পন্ন

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৮৯টি আপীল মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে। নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৯১.৭৪ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলা ছিল ৫৩৬টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭৫.৮৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ছিল ৫৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫.৯১ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৭০৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৯৮.২০ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৬৩৫টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৭৫.৮৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ৭৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৯.৮০ কোটি টাকা।

অনিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ২৮১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১২৪.৬৬ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২০৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৩.২০ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৭৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১০১.৪৬ কোটি টাকা।
- ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আপীল মামলা সংকান্ত তথ্য সারণী-১২২ এ, কাস্টমস সংক্রান্ত আপীল মামলার তথ্য সারণী-১২২(ক) এ এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আপীল মামলার তথ্য সারণী - ১২২(খ) এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী সারণী-১২৩ এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

০৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরোক্ষ কর সম্পর্কিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একাডেমীর নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে ১৯তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, ২০তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও ২১তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এ ২৫৪ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা-২০১৪ কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাশের হার ও সারণী -১২৪ এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

০৭। সারচার্জ আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে আহরণকৃত স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ এবং আমদানি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে মোবাইল সেট আমদানির উপর সারচার্জ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে তামাকজাত পণ্য আমদানির উপর সারচার্জ বিবরণী সারণী-১২৫(১) ও সারণী-১২৫(২) এ দেখানো হয়েছে।

০৮। ADR সংক্রান্ত

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশনারেটের ADR বিবরণী সারণী-১২৬ এ দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

০৯। ECR/POS সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের অধীন ডিভিশন ও সার্কেল সংখ্যা

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট কমিশনারেটসমূহের অধীনে বিভিন্ন ডিভিশনে ব্যবহারকারী **ECR/POS** -এর সংখ্যা ও তা থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট কমিশনারেটসমূহের অধীনস্থ মোট ডিভিশন ও সার্কেল এর সংখ্যা যথাক্রমে সারণী-১২৭ ও সারণী-১২৮ তে দেখানো হয়েছে, যা এই অর্থবছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।